



2532 - ইসলামে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার শষিটাচারসমূহ

প্রশ্ন

আমি কি সঠিক শুনছি যে, ইসলাম লজ্জাশীলতার যে নিয়মের দিকে আহ্বান করে তা হচ্ছে পুরুষের প্রস্রাব করার সময় ঝুঁকবে বা উবু হয়ে বসবে? কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে পুরুষদের বডেরুমে ইউরিনাল (প্রস্রাবাগার/প্রস্রাবপাত্র) ব্যবহার না করা কি আরও অধিক লজ্জাশীলতা নয়; যদি তাদের মধ্যে একজন মুসলিম হয় এবং তার রুম টয়লেটে একবোর কাছের হয়? আমি জানি, মুসলিম নারীর জন্য শষিটাচার ও লজ্জাশীলতার নিয়ম-নীতি পশ্চিমি নারীর তুলনায় অনেক বেশি এবং খুবই রক্ষণশীল। তাই আমি মুসলিম নারীকে খুব সম্মান করি। আমি মুসলিমদের আক্রমণ করতে চাই না যদিও আমার প্রশ্ন থেকে এমনটি মনে হতে পারে। আমি তাদের শষিটাচার ও চালচলন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখি না। উত্তরের জন্য আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং আপনাকে স্থায়ী সুস্থতা ও নরিপত্তা দান করুন।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

ইসলামে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের শষিটাচারসমূহ:

কবিলামুখী না হওয়া।

লজ্জাস্থানকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করা।

মাটির নকিটবর্তী হয়ে বসে প্রয়োজন সারা।

ডান হাত দিয়ে নাপাকি দূর না করা।

লোকচক্ষুর আড়ালে যাওয়া।

লজ্জাস্থান উন্মুক্ত না করা।

বদ্ধ পানতি প্রস্রাব না করা।

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সরে ফেলার পর নাপাকি দূর করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া।

পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে তিন বা ততোধিক বজেডে সংখ্যক বার নাপাকি ধৌত করা বা মুছে ফেলা।

শৌচকার্যে হাড়-গোড় এবং গোবর ব্যবহার না করা।

মানুষের হাঁটুচলার পথ কথিবা বশিরামের ছায়ায় প্রস্রাব না করা।

যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছে তাকে সালাম না দেওয়া। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থানে থাকা অবস্থায় সালামের জবাবও না দেওয়া; যাতায়ে আল্লাহর নাম নাওঁরা স্থানে উচ্চারণ থেকে পবিত্র থাকে।

টয়লেটে প্রবেশে ও বেরে হওয়ার যকিরিসমূহ পড়ার ব্যাপারে সচেতন থাকা।



প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রথমই প্রশ্নকর্তাকে শুরুরিয়া জানাই এ জন্য যে, আপনি মুসলিমদের আবগে-অনুভূতির ব্যাপারে সচেতন থেকেছেন এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ে এমন কিছু ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন যেন তা পরহিস করতে পারেন। আপনি জানতে চেয়েছেন আমরা তার বিস্তারিত উত্তর দিতে চাই এবং এর চেয়েও বেশি জানাতে চাই; যাতে করে এর মাধ্যমে আপনার এমন কিছু জানার সুযোগ হয় যা আপনাকে অধিক কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

বরকতময় ইসলামী শরীয়তের অন্যতম মাহাত্ম্য হচ্ছে এটি ছোট-বড় যে কোনও উত্তম বিষয়ের নরিদশেই প্রদান করেছে ও সটির প্রতি আহ্বান করে গিয়েছে এবং ছোট-বড় যে কোনও অনিষ্ট থেকেই সতর্ক করেছে এবং তা করতে নিষেধ করেছে। তাই সকল দিক থেকে ইসলামী শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর। বিষয়টি অমুসলিমদেরকে বিস্মিত করেছে এবং এই দ্বীনকে ব্যাপারে তাদের মুগ্ধতাও সৃষ্টি করেছে। এক মুশরকি সাহাবী সালমান আল-ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন: ‘তোমাদের নবী তোমাদেরকে সকল কিছু শিখিয়েছে, এমনকি বরজ্য ত্যাগও?’ তিনি উত্তর দেন: ‘হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে প্রস্রাব কথিবা পায়খানার উদ্দেশ্যে কবিলামুখী হতে নিষেধ করেছেন ...।’[হাদীসটি তিরমিযী (১৬) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি সহীহ মুসলিম এবং অন্য গ্রন্থে রয়েছে]

ইসলামে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার শিষ্টাচার

ইসলামী শরীয়তে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার বেশ কিছু শিষ্টাচার ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

১- প্রস্রাব ও পায়খানার সময় কবিলামুখী না হওয়া (মুসলিমদের কবিলা হচ্ছে কাবাঘর, যেটি আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম মক্কায়ে নির্মাণ করেছেন)। এটি কবিলার প্রতি সম্মান ও আল্লাহর নদির্শনকে মর্যাদা প্রদানের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের কটে যদি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বসে সে যেন কবিলামুখী না হয় কথিবা কবিলাকে তার পছনের দিকে না রাখে।”[হাদীসটি মুসলিম (৩৮৯) বর্ণনা করেন]

২- প্রস্রাবের সময় ডান হাত দিয়ে সে লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের কটে যখন প্রস্রাব করে তখন সে যেন তার ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে, ডান হাত দিয়ে শটেকার্য না করে এবং পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে।”[হাদীসটি বুখারী (১৫০) বর্ণনা করেন]

৩- ডান হাত দিয়ে নাপাকি দূর করবে না। বরং নাপাকি দূর করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। এর পক্ষে দলীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত পূর্ববোক্ত হাদীস এবং অন্য একটি হাদীস: “তোমাদের কউে যদি মোছার মাধ্যমে শৌচকার্য করে সে যেনে ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে।” [হাদীসটি বুখারী (৫১৯৯) বর্ণনা করেন]

এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাত খাওয়া, পান করা, অয়ু, কাপড় পরা, কিছু নেওয়া এবং দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন। আর বাম হাত বাকি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতেন। [মুসনাদে আহমদ ও ‘সহীহুল জামে’ (৪৯১২)]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমাদের কউে যেনে তার ডান হাতে শৌচ না করে, বরং সে যেনে তার বাম হাতে শৌচ করে।” [হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩০৮) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে (৩২২) গ্রন্থে রয়েছে]

৪- সুন্নাত হচ্ছে ব্যক্তি বসা অবস্থায় তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারবে। সে ভূমি নকিটবর্তী হয়ে থাকবে। কেননা এটি তাকে বেশি আড়ালে রাখবে এবং প্রস্রাবের ছটি এসে শরীর-কাপড় অপরিষ্কার করার থেকে তাকে বেশি নিরাপত্তা দিবে। যদি উল্লেখিত বিষয় থেকে সে বঁচে থাকতে পারে তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্রাব করাও জায়যে হবে।

৫- প্রয়োজন সারার সময় সে লোকচক্ষুর আড়ালে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রয়োজন সারার জন্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন কোনো উঁচু ভূমি আড়াল কথিবা খজুরের বাগান। [হাদীসটি মুসলিম (৫১৭) বর্ণনা করেন]

যদি মানুষ খোলা ময়দানে থাকে এবং নজিরে প্রয়োজন পূরণ করতে চায় কিন্তু নজিকে ঢেকে রাখার জন্য কোনো কিছু খুঁজে না পায় তাহলে সে যেনে আশপোশরে মানুষ থেকে দূরে সরে যায়। মুগীরাহ ইবনে শুবাহ বর্ণনা করেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম। এ সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জরুরত আসলে তিনি অনেকে দূরে চলে গেলেন। [হাদীসটি তিরমিযী (২০) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ]

আব্দুর রহমান ইবনু আবী কুরাদ বর্ণনা করেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে টয়লটে উদ্দেশ্যে বের গিয়েছি। তিনি যখন প্রয়োজন সারতে চাইতেন তখন দূরে চলে যেতেন। [হাদীসটি নাসাঈ (১৬) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে গ্রন্থে (৪৬৫১) রয়েছে]

৬- যমীনের নকিটবর্তী না হয়ে লজ্জাস্থান উন্মোচন করবে না। কারণ এভাবে নজিরে লজ্জাস্থানকে বেশি আড়ালে রাখা যায়। এর স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সারতে উদ্ভূত হলে যমীনের কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত নজিরে কাপড় তুলতেন না। [হাদীসটি তিরমিযী (১৪) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে (৪৬৫২) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।] তাই ব্যক্তি টয়লটে ঢুকে দরজা বন্ধ করা কথিবা লোকচক্ষুর আড়ালে

না যাওয়ার আগে কাপড় তুলবে না।

সুতরাং সম্মানতি প্রশ্নকর্তা ভাই, আপনি এ পয়েন্ট ও এর আগের পয়েন্ট থেকে জানতে পারবেন যে, পশ্চিমা দেশসমূহে ও অন্যান্য দেশে পাবলিক টয়লেটে ভেতরে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার যে বিষয়টি দেখতে পান স্টেট শিফটচার, লজ্জাশীলতা, ভদ্রতা ও উত্তম চরিত্রেরে বিপরীত। এ দৃশ্য দেখে সঠিক ফতিরাত ও বিশুদ্ধ আকলরে অধিকারী প্রত্যকে ব্যক্তির শরীর কঁপে ওঠে। কারণ কভিবে একজন ব্যক্তি মানুষের সামনে তার লজ্জাস্থানকে উন্মুক্ত করতে পারে, যটোকে আড়ালে রাখার জন্য আল্লাহ তার দুই পায়ের মাঝখানে স্থাপন করছেন, ঢেকে রাখার নরিদশে দিয়েছেন এবং সকল বিকিবান মানুষের কাছে যটো ঢেকে রাখার বিষয় প্রতিষ্ঠতি।

মূলতঃ এ ধরনের নকিষ্ট ডিজাইনে টয়লেটে নির্মাণ করাই ভুল, যখনে টয়লেটে ব্যবহারকারীরা প্রস্রাব করার সময়ে একে অন্যকে দেখতে পায়। এক্ষত্রে তারা কিছু পশুর চয়েও নকিষ্ট; যে পশুরা প্রস্রাব ও পায়খানা করার সময় স্বভাবতঃ নজিদেরকে আড়াল করে নেয়।

৭- মুসলিমদের কাছে শরয়ী শিফটচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে এই যে, তারা টয়লেটে প্রবশে করা এবং বরে হওয়ার সময়ে নরিদশিট কিছু যকিরি পড়বে যা তাদের স্থান ও অবস্থার সাথে উপযুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শখিয়িছেন আমাদের কটে যনে টয়লেটে প্রবশেরে প্রাক্কালে বলবে: **بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ** “হে আল্লাহ! আমি পুরুষ জনি ও নারী জনি থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই”। এভাবে প্রত্যকে অপবতির বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, প্রত্যকে নর ও নারী শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। আর বরে হওয়ার সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বলবে: **غُفْرَانِكَ** (হে আল্লাহ! আমি আপনার নকিট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

৮- প্রয়োজন সারার পর নাপাকি দূর করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব থেকে পবতিরতা অর্জনে শখিলিতার ব্যাপারে সতর্ক করে বলছেন: “অধিকাংশ কবররে আযাব হয়ে থাকে প্রস্রাবেরে (থেকে অসতর্কতার) কারণে।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৪২) বর্ণনা করেন এবং সহীহুল জামে গ্রন্থে (১২০২) এটি রয়েছে]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরকে অতক্রিম করার সময় বলেন: “তারা দু’জন শাস্তি পাচ্ছে কনিতু কনোনে বড় কছির জন্য শাস্তি পাচ্ছে না। এই ব্যক্তি প্রস্রাব থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করত না। আর এই ব্যক্তি চোগলখুরী করে বড়োত।”[হাদীসটি ইমাম বুখারী (৫৫৯২) বর্ণনা করেন]

৯- তনিবার বা তদুর্ধ্ব বজেড়ে সংখ্যায় নাপাকি ধটৌত করা কথিবা মোছন করা। এটি নির্ধারণতি হবো পবতিরতার প্রয়োজন অনুপাতে। এর দলীল হচ্ছে আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তনিবার তার পশ্চাৎদশে ধটৌত করতেন। ইবনে উমর বলেন: আমরাও এটা করছি এবং এটাকে চকিৎসা ও পবতিরতা হিসিবে পয়েছি।[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৫০) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে (৪৯৯৩) গ্রন্থে হয়েছে]

এছাড়া আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘তোমাদের কটে ঢলি ব্যবহার করলে সে যেনে বজেড়ে সংখ্যক বার ঢলি ব্যবহার করে।’[হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন এবং সহীহুল জামে’ গ্রন্থে এটিকে হাসান বলে গণ্য করেন]

১০- সে যেনে হাড়-গোড় ও গোবরকে ঢলি হিসেবে ব্যবহার না করে। বরং সে যেনে টসিযু, পাথর এবং অনুরূপ জনিসিগুলো ব্যবহার করে। এর দলীল আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অযুর জন্য ও টয়লটে সারার জন্য একটি পানির পাত্র বহন করতেন। একবার তিনি যখন নবীজীকে অনুসরণ করছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ‘কে এটা?’ আমি বললাম: আমি আবু হুরাইরা। তিনি বললেন: ‘আমাকে কিছু পাথর দাও যটো দিয়ে আমি পবিত্রতা অর্জন করব। আমাকে হাড়-গোড় কিংবা গোবর দিও না।’ আমি আমার কাপড়েরে প্রান্তে করে কিছু পাথর বহন করে এনে তার পাশে রেখে চলে গেলোম। তিনি প্রয়োজন পূরণ শেষে করার পর তার কাছে গিয়ে বললাম: ‘হাড়-গোড় ও গোবরকে বসিয়ে কী?’ তিনি বললেন: ‘এগুলো জীনদের খাদ্য।’[হাদীসটি বুখারী (৩৫৭১) বর্ণনা করেন]

১১- ব্যক্তি যেনে বদ্ব পানিতে প্রস্রাব না করে। কারণ জাবরে রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ব পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।[হাদীসটি মুসলিম (৪২৩) বর্ণনা করেন] কেননা এটি পানিকে নাপাক করে ফলে এবং এই পানি ব্যবহারকারীকে কষ্ট দেওয়া হয়।

১২- মানুষের চলার পথে কিংবা মানুষ ছায়া হিসেবে বশিরাম নিয়ে এমন কোনও স্থানে প্রস্রাব করবে না। কারণ এতে করে তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “তোমরা দুই অভিশাপ বর্ষণকারী কাজ থেকে সাবধান থাকবে।” সাহাবীরা প্রশ্ন করল: “দুই অভিশাপ বর্ষণকারী কাজ কী, হে আল্লাহর রাসূল?” তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে কিংবা ছায়ার স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করে (তার এই দুটি কাজ অভিসম্পাতের কারণ)।”[হাদীসটি আবু দাউদ (২৩) বর্ণনা করেন এবং এটি সহীহুল জামে’ গ্রন্থে (১১০) রয়েছে]

১৩- যে ব্যক্তি প্রয়োজন সারছে তাকে সালাম না দেওয়া এবং প্রয়োজন সারার স্থানে কারো সালামের জবাব না দেওয়া; যাতে করে অপবিত্র স্থানে আল্লাহর নাম উল্লেখ করা না হয়। জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্রাবরত অবস্থায় অতিক্রম করলেন এবং তাকে সালাম দলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: “তুমি যদি আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পাও তাহলে সালাম দবি না। কারণ তুমি যদি এমনটি করো আমি তোমার সালামের জবাব দবি না।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৪৬) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে’ (৫৭৫) গ্রন্থে রয়েছে]

অধিকাংশ আলমে প্রয়োজন ছাড়া প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থানে কথা বলা অপছন্দ করেন।



উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি এমন একটি প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত একগুচ্ছ শষ্টিচার ও বধি-বিধান উল্লেখ করা হলো যা মানুষের দ্বারা দৈনন্দিন বারংবার সংঘটিত হয়। তাই শরীয়ত এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং বস্তিতারতি বর্ণনা প্রদান করেছে। তাহলে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনা কমন হতে পারে? প্রিয় প্রশ্নকর্তা! আপনি কি এমন কোনো ধর্ম বা শরীয়ত (আইন) জানেন যা এ ধরনের কিছু নিয়ে এসেছে? বরং আল্লাহর কসম! এটিই এই শরীয়তের পূর্ণতা, উত্তমতা ও অনুসরণের আবশ্যিকতা প্রমাণে যথেষ্ট।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য সকল কল্যাণের প্রতিতিফকিরে দোয়া করছি এবং সত্যের দিকে হদোয়াতপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর দূরূদ বর্ষিত হোক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ